সংবাদ

তারিখ ... 22 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

সংরক্ষিত ছুটি কমানোয় প্রাথমিক শিক্ষকদের অসন্তোষ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সংরক্ষিত ছুটি তিন দিন থেকে কমিয়ে একদিন করে ছুটির বর্ষপঞ্জি ঘোষণায় অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে প্রাথমিক শিক্ষকদের মাঝে। বর্ষপঞ্জির কয়েকটি নির্দেশনা নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা। অবিলম্বে এ বর্ষপঞ্জি সংশোধনের দাবিতে আগামী ২৩ মার্চ বিদ্যালয়ে আধঘণ্টা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম। এ কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। এছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতিও বর্ষপঞ্জি নিয়ে আপত্তি তুলেছে।

জানা গেছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে চলতি বছরেরর জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটির যে বর্ষপঞ্জি ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষকদের সংরক্ষিত ছুটিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ ছুটি নেয়ার জন্য প্রধান শিক্ষকদের বাদ দিয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের অনুমতির কথা বলা হয়েছে। এ বর্ষপঞ্জি ঘোষণার পর থেকেই শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে আপত্তি তোলা হয়।

এরপর **সংরক্ষিত :** পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

সংরক্ষিত : ছুটি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক সংগঠনগুলো বৈঠক করে প্রতিবাদ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরামের আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান অবিলম্বে শিক্ষা ও শিক্ষকদের স্বার্থে এ বর্ষপঞ্জি সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছেন।

এ সংগঠনের দাবির মধ্যে রয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষকদের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা ৩ বছর পর পর প্রাপ্তি, জাতীয় দিবসের ছুটিগুলো গ্রীষ্মের ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে ১৫ দিন নির্ধারণ এবং জাতীয় দিবসগুলো কর্মদিবস ঘোষণা করে ছুটির তালিকা সংশোধন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের পরস্পরের প্রতি ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে ছুটির তালিকা সংশোধনের দাবিতে কর্মসূচি পালনের অনুরোধ জানিয়েছেন সিদ্দিকুর রহমান।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতারা গতকাল এক বিবৃতিতে সংরক্ষিত ছুটি তিন দিন থেকে কমিয়ে একদিন করার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তারা সংরক্ষিত ছুটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রধান শিক্ষকদের ক্ষমতা খর্ব করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে দেয়ারও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম তোতা ও সাধারণ সম্পাদক গাজীউল হক চৌধুরী এক বিবৃতিতে জানান, বিগত বছরগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের হাতে তিন দিন সংরক্ষিত ছুটি ছিল। কিন্তু এ বছর ছুটির তালিকায় সংরক্ষিত ছুটি রাখা হয়েছে মাত্র একদিন। তাও প্রধান শিক্ষকদের ছুটির তালিকা হাতে রেখে আবার পায়ে শিকল দিয়ে বেড়ি লাগিয়ে থানা/উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার শর্তজুড়ে দেয়া হয়েছে। এটার মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকদের মর্যাদাহানি করা হয়েছে।

বিবৃতিতে তারা আরও বলেন, সংরক্ষিত ছুটি সাধারণত আকস্মিক কারণে ঘোষণা করতে হয়। সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে অনুমতি নেয়ার সুযোগ থাকে না। কেবলমাত্র টেলিফোনের মাধ্যমে অবহিত করা যেতে পারে। এজন্য আগের মতো প্রধান শিক্ষকদের হাতে সংরক্ষিত ছুটি রাখা বাঞ্ছনীয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালসহ সরকারের সংশ্লিষ্টদের কাছে লিখিত আপত্তি জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার এসব বিষয় নিয়ে মহাপরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন প্রধান শিক্ষক নেতারা। সমিতির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র এসএম ছায়িদ উল্লা বলেন, 'ছুটির যে বর্ষপঞ্জি ঘোষণা করা হয়েছে তাতে আমাদের ক্ষতি করা হয়েছে। কারণ এ ছুটিটা নিতে হয় হঠাৎ কোন বিপদ-আপদ হলে। এটা নিতে যদি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমোদন লাগে তাহলে প্রধান শিক্ষকদের অস্তিত্ব থাকলো কোথায়? আর হঠাৎ সমস্যা হলে একজন শিক্ষক উপজেলার অনুমোদন কিভাবে নেবেন। এটা পরিবর্তন করতে হবে।